১০ বছরের ভিক্ষা জীবন ছেড়ে ব্যবসায়ী প্রতিবন্ধী সাগর

ভিক্ষা করে পাওয়া হাজার টাকার চেয়ে ব্যবসা করে দুইশ টাকা রোজগার অনেক সম্মানের ঠেলা গাড়িতে গ্রাম ও শহর ঘুরে ভিক্ষা করে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা রোজগার করতাম। সে রোজগারে কোন বরকত ছিলনা। ছিলনা সম্মান। অনেক সময় পরিচিত লোক দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে যেতো। ভিক্ষা করা খুবই লজ্জার একটি পেশা। ধর্মীয় ভাবেও এ পেশায় স্বীকৃতি নেই। ভিক্ষার টাকা থেকে সংসার চালিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করে রাখতাম । আমি এখন আর ভিক্ষা চাইনা। এখন আমি ব্যবসা করি জীবন বদলের কথা গুলি বলছিলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মৃত পিয়ারুল ইসলামের প্রতিবন্ধী ছেলে সাগর আহম্মেদ। তিনি ১৫ বছরের ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে এখন ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। তার জীবন বদলের কথা শুনে অনেকেই বাহবা দিচ্ছেন আবার সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই।

সাগর আহাম্মেদের বয়স এখন ৩০ বছর। জন্ম থেকেই শারীরীক প্রতিবন্ধী। দুটি পা একেবারেই অকেজো। হাত দিয়ে ঠেলা গাড়ি চড়ে চলাফেরা করতে হয় তাকে।

চার মাস বয়সে সাগররের বাবা মারা যায়। দুই বছর বয়সে মা মুনজিরা খাতুন অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান অন্যের সংসারে। নানির সংসারে সাগর আহাম্মেদ বড় হয়ে ওঠে। সাগরকে লালন পালন করে বড় করেছেন বৃদ্ধা নানি মদিনা বেগম। ১৫ বছর বয়সে জীবন জীবীকার তাগিদে ঠেলা গাড়িতে করে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষাবৃত্তি করে কোনদিন ৪০০ টাকা আবার কোনদিন ৫০০ টাকা রোজগার হতো। এ দিয়েই বৃদ্ধা নানিকে নিয়ে সংসার চালাতো সাগর আহাম্মেদ। ভিক্ষা করতে যেয়ে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে পড়তে হতো তাকে। দু’টি পা তার অকেজো হওয়ায় দুই হাত দিয়ে পায়ের কাজটি করতে হয় তাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসিপান্তা খেয়ে সাগরকে ঠেলা গাড়িতে তুলে দিতেন নানি মদিনা বেগম। সারাদিন ভিক্ষা শেষে বাড়ি ফিরতেন সন্ধে হলে। এভাবে ১৫ বছর ভিক্ষার ঝুলি বইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওঠে সাগর আহাম্মেদ। অবশেষে স্থানীয়দের পরামর্শে নিজের কিছু জমানো টাকায় গ্রামেই একটি ছোট দোকান দিয়ে বসেছেন তিনি। দোকানে বাইসাইকেলের পার্টসপাতি বিক্রি করেন। নানি ও তার দুজনের সংসারে ব্যবসায় তাদের জীবীকার একমাত্র মাধ্যম্।

সাগর আহাম্মেদ জানায়, ছোট বেলায় বাবা মারা গেলে মা অন্যত্র বিয়ে করে আমাকে নানির কাছে রেখে চলে যায়। নানা বেঁচে না থাকায় নানিও বৃদ্ধা বয়সে কাজ কর্ম করতে পারতো না। বাধ্য হয়ে আমাকে ভিক্ষা পেশায় নামতে হয়েছে। ভিক্ষা করে ৫০০ টাকা রোজগার করতাম। এখন আমি ভিক্ষাবৃতি করিনি।গাংনী শহর থেকে একটি দোকান থেকে বাইসাইকেলের পার্টসপাতি পাইকারি কিনে নিয়ে খুচরা বিক্রি করি।

এখন দোকানদারি করে দুএকশো টাকা যা লাভ হয় তা দিয়েই সম্মানের সাথে জীবন চালাতে পারছি। এখন মনে হয় ৫০০ টাকার চেয়ে আমার এখনকার ২০০ টাকা অনেক বরকতের।

সাগর আহাম্মেদের নানি মদিনা বেগম জানান, ছোট বেলায় সাগররের বাবা মারা যায়। তখন সাগরের মা মুনজিরার বয়স খুবই অল্প। বিধবা মেয়ে ঘরে রাখা খুবই কষ্টের। তাই তার ইচ্ছে না থাকা সত্বেও অন্যত্র বিয়ে দিতে হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই সাগরকে আমি মা বাবার আদর স্নেহ দিয়ে বড় করেছি। পরের বাড়িতে কামলার কাজ করে আমরা দুজন সংসার চালাতাম। পরে আমার অনেক বয়স দেখে কেউ কাজে নিতে চাইতানা। বাধ্য হয়েই সাগরকে ভিক্ষার ঝুঁলি হাতে নিতে হয়েছিল। এখন সাগর আর ভিক্ষা করেনা। গ্রামের একটি মোড়ে বাইসাকেলের পার্টসপত্র বিক্রি করে। এখান থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ মশিউর রহমান জানান, সাগর আহাম্মেদ অগে ভিক্ষা করতো জানতে পেরে তাকে ভিজিডি ও ভিজিএফ এর সুবিধা দেয়া হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তার খোজ খবর নিই। তবে এমন পরবির্তন খুবই ভাললাগার বিষয়। ৩০ বছরের যুবক তার পেশা পরিবর্তন করে নিয়ে নিজেকে অত্ননির্ভশীল করে সংসার চালাচ্ছে এটি একটি উদাহরণও বটে।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আরশাদ আলী জানান, সাগর আহাম্মেদকে প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সহযোগীতা দেয়া হয়। তবে ১৫ বছর ধরে যে সাগর ভিক্ষা করেছে। সেই সাগর নিজেকে পরিবর্তনের জন্য সমাজে মাথা উচিয়ে বাঁচার জন্য এখন ব্যবসা করছে। এমন উচ্ছা শক্তি সকলের মধ্যে তৈরী হলে ভিক্ষুকের সংখ্যা থাকবেনা। এর পরেও সরকারি কোন সুবিধা এলে সাগার আহাম্মেদরে কথা আমাদের মনে থাকবে। শুধু সাগর নয়, অন্যরাও ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ব্যবসায় আসলে তাদের পুনর্বাসন করা হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৯ ও ২ নং ওয়ার্ডের সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন ও কংক্রিট রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। আজ রবিবার বিকেলে উদ্বোধনের সময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন মেহেরপুর পৌরসভাকে যারা বিগত দিনে এই উন্নয়নকে বাধা গ্রস্ত করেছে মেহেরপুর পৌরবাসীকে পিছিয়ে রেখেছে আজকে সেই সমস্ত কালো ছায়া থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আলোর পথে পা রেখেছি।

তিনি আরো বলেন আগামী দুই বছরের ভেতর মেহেরপুর পৌরবাসীর কোন রাস্তা কোন ড্রেন চাওয়া পাওয়া থাকবে না ইনশাআল্লাহ সব কমপ্লিট হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (সিভিল) আবুহেনা মোস্তফা কামাল বলেন মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আলিয়া মাদ্রাসা পাড়ায় ড্রেন সহ কংক্রিট রাস্তার দৈর্ঘ্য ২০৫ মিটার ও মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড থানা রোডে ড্রেন ও কংক্রিট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮২ মিটার এর উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, ৭ ও ৮ এবং ৯ নাম্বার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর রোকসানা কামাল, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, ৯ নম্বর ওয়ার্ড বাসিন্দা এডভোকেট আব্দুল জব্বার সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে অজ্ঞাত লাশের পরিচয় মিলেছে

মুজিবনগরে উদ্ধারকৃত অজ্ঞাত মরদেহের ব্যক্তির নাম সোহেল রানা। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের ইমাদুল হকের ছেলে।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমারের ফেইসবুকে এই অজ্ঞাত ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করার পর সোহেল রানার পরিবারের লোকজন মুজিবনগর গিয়ে পরিচয় সনাক্ত করেন।

এসআই উত্তম কুমার বলেন, দারিয়াপুর কবরস্থানে অজ্ঞাত হিসেবে দাফনের প্রস্তুতি চলছিল। কবর খোড়া হয়ে গিয়েছিল। এসময় তার পরিবারের লোকজন এসে সনাক্ত করেন। বুড়িপুতা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ইমাদুল হক, তার পিতা ইমাদুল ইসলামসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজনের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

পরিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে উত্তম কুমার বলেন, সোহেল রানা বহুবিদ প্রতিবন্ধী। গতকাল শনিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে যায়নি।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি অপমৃত্য দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জোড়া হত্যা মামলায় ৯ জনের ফাঁসি রায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বর্ডার পাড়ায় চাঞ্চল্যকর আবুজেল ও রফিকুল ইসলাম দুই সহদর কে হত্যার দায়ে ৯ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার (২ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডিতরা হলেন- একই গ্রামের আব্দুল হালিম, আতিয়ার রহমান, জালাল উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, শরিফ হোসেন, দবির উদ্দিন, আজিজুল হক, ফরিদ হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনি। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জালাল উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৫ জুন গাংনীর কাজিপুর এলাকায় ফেনসিডিলের একটি বড় চালান ধরা পড়ে। ওই ঘটনায় একই গ্রামের কিয়ামুর্দ্দীনের ছেলে আবুজেল(৩৫) ও রফিকুল ইসলাম(৪০) ফেনসিডিল ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তাদের হাত রয়েছে এমন অভিযোগ তোলা হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১২ সালের ১৫ জুন রাতে বিষয়টি মীমাংসা করবে বলে দুই ভাইকে মোবাইল ফোনে ডেকে নেই আসামিরা। পরদিন সকালে কাজিপুর গ্রামের মন্ডল পাড়া এলাকার ভারতীয় সীমান্ত পিলার ১৪৫ নং/এস-৬ এর কাছ থেকে বাংলাদেশ সীমানার ভেতরে ৭০/৭৫ গজ দক্ষিনে জনৈক লাল্টুর মরিচ ক্ষেত থেকে তাদের দুই ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে দুই সহোদর হত্যার ঘটনায় নিহতদের বোন জরিনা বেগম বাদী হয়ে ৩০২ও ৩৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আসাদুজ্জামান মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার অপর আসামি আরিফ, রাজিব, আলমেস, হারুন ও ফারুকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদেরকে বেকসুর খালাস দেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে আতাউল হক, এ কে এম শফিকুল আলম এবং কামরুল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার রায় ঘোষণার পর অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক বলেন, এটা মেহেরপুরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রায় হলো। এই রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আবারো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলার বাদি জরিনা বেগম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আদালতের এই রায় অনতিবিলম্বে কার্যকরের দাবী

জানান তিনি।

এদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাবো।

মুজিবনগরে অজ্ঞাত ব্যাক্তির লাশ উদ্ধার

মুজিবনগরে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। রবিবার সকালে উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে আজিমদ্দীনে জমিতে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় কৃষকরা। এ সময় তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ হেফাজতে নেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আব্দুল আলীম এর উদ্ধৃতি দিয়ে সেকেন্ড অফিসার এসআই উত্তম কুমার জানান, স্থানীয়দের মারফতে খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যাই এবং লাশ হেফাজতে নেয়। প্রাথমিক তদন্তে মৃত ব্যাক্তির বয়স ৩০/৩৫ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হত্যার কোন আলামত পাওয়া যায়নি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে তবে ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। এ সময় স্থানীয় জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা বাদ করেও লাশের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। তবে তার পোশাক পরিচ্ছদ ও চেহেরা দেখে ধারণা করা হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তি ইন্ডিয়া থেকে এসেছে এবয মানসিক ভারসাম্য হীন বা পাগল হতে পারে।

মেহেরপুর জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মুজিবনগর থানা পুলিশ একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে লাশ পোস্টমর্টেম এর জন্য প্রেরণ করার প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগরে গাঁজাসহ পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ নুরুজ্জামান ওরফে আগুন (৩২) নামের এক পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

নুরুজ্জামান ওরফে আগুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকার নতুন বাজার এলাকার মতিয়ার রহমানের ছেলে।

শনিবার ভোররাতের দিকে মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর-দর্শনা রাস্তার বাগোয়ান গ্রামের মধ্যে থেকে তাকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অতুল জোয়াদ্দার সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকালের দিকে ১৯১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এবং ১৯(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, নুরুজ্জামান একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে এর আগেও কয়েকটি মাদকের অভিযোগে মামলা রয়েছে। শনিবার বেলা ১১ টার দিকে আটক নুরুজ্জামানকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ভারতীয় সীমান্ত থেকে ১২ কেজি রৌপ্য জব্দ

মেহেরপুরের ভারতীয় সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে চোরচালানাকৃত ১২ কেজি রৌপ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শনিবার সকালে বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী তেঁতুলবাড়ী বিওপির একটি টহল দল পরিত্যক্ত অবস্থায় এই রৌপ্য জব্দ করেন।

৪৭-বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সন্ধ্যায় দেওয়া প্রেসনোট থেকে জানা যায়, গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের তেঁতুলবাড়ী বিওপির কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পিলার ১৪১/১-এস থেকে আনুমানিক ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরেন মথুরাপুর মাছ এলাকার একটি বাঁশ বাগান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভারতীয় ১২ কেজি রৌপ্য জব্দ করা হয়।

জব্দকৃত রৌপ্য এর আনুমানিক সিজার মূল্য ১৬ লাখ ৭৮ হাজার ৯২০ টাকা। জব্দকৃত রৌপ্য সেক্টর সদর দপ্তরে জমা করা হয়েছে।

মেহেরপুর সাবেক প্রধান শিক্ষক ইফতেখাইরুল ইসলামের ইন্তেকাল

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ও সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার গাংনী বিশ্বাসপাড়া নিবাসী হাজী ইফতেখাইরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

আজ শনিবার দুপুরে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইফতেখাইরুল ইসলাম স্ত্রী,৩ ছেলে, ২ মেয়েসহ অসংখ্য গুনাগ্রহী রেখে গেছেন। রাত ১০টার সময় গাংনী দারুল উলুম মাদ্রাসায় জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিনের বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা হলরুমে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এস এম জয়নুল ইসলামর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেষ রঞ্জন রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (মেহেরপুর সদর) মোঃ আসাফুদৌলা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (মেহেরপুর সদর) মোঃ জহুরুল হক, সোনালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার তৌহিদুল আলম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক মোঃ সামসুল আরেফিন মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ নুরুল ইসলাম, শাহীন আক্তার, ইয়াছ নবী, সহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মামুনুর রহমান ও কমর উদ্দীন।

এসময় বিদায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন কে ক্রেস্ট, মানপত্র ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে মায়ের হাত থেকে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ছেলের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলা শহরের বড় বাজারের ‘মেহেরপুর বীজ ভান্ডারের’ মালিক মো. রাসেল আহমেদ মায়ের প্রতি অভিযোগ এনে নিজ জিবনের নিরাপত্তা

চেেয়িআজ শনিবার মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

রাসেল অভিযোগ করেছেন মা ও আমার ছোট চাচা জয়নাল বিভিন্নভাবে তাকে হত্যা চেষ্টা করছে। ইতো মধ্যে কয়েকবার তাদের হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মায়ের কথা বলতে গিয়ে রাসেল ডুকরে কাঁদছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, তার মা রোকেয়া বেগমের ও তার ছোট চাচা জয়নাল হোসেনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

রাসেল বলেন- বোন রাখি, ভগ্নিপতি মামুনুর রশীদ, ছোট চাচা জয়নাল হোসেন বিভিন্ন সময়ে তাকে হত্যা চেষ্টা করে। ২০২২ সালের ৮ জানুয়ারি বাবা মারা যায়। বাবার মৃত্যুও রহস্যজনক। বাবার মৃত্যুর দিনই আলমারীতে থাকা ৭২ লাখ টাকা, মাঠান ১১ বিঘা জমি ও বাড়ির জমির মূল্যবান কাগজপত্র, ব্যাংক লেনদেনের চেক ও জমাবই, স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান সামগ্রি নিয়ে জামাতার বাড়ি চলে যায়। জামাতার সাথেও মায়ের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাসেল। ইতোমধ্যে মা কয়েকবিঘা জমি বিক্রি করে ফেলেছে। মান সম্মানের ভয়ে এসব কথা বাইরে বলতে পারিনা।

সুবিচার পেতে গত ডিসেম্বরে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা করেছে রাসেল আহমেদ। বিভিন্ন সময়ে পুলিশ দিয়েও তাকে হয়রানী করা হয়। ৩ বছরের একমাত্র সন্তানের পিতা রাসেল বলেন- আমার সব সম্পত্তি নিয়ে নিলেও জীবনের নিরাপত্তা চাই। বাঁচতে চাই একমাত্র সন্তানের জন্য।